দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 MAR 1986 ... 7 কলাম 2 ...

..010

কাহারোলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সংকট।। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুরবস্থা।। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওষুধ নেই

।। ইন্দ্রমোহন রায় ।।

বীরগঞ্জ, ১৪ই মার্চ।— উত্তরাঞ্চলের একটি অবহেলিত উপজেলার নাম কাহারোল। উপজেলার আয়তন ৮০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ, ৬টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে কাহারোলকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়েছে ৮৩-র ২০শে মার্চ। উপজেলা হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ উপজেলার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থা, হাট-বাজার, চিকিৎসা ও কৃষি ব্যবস্থার নানা সমস্যা।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : এই উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত করুণ। জেলা সদরের সাথে যোগাযোগের কোন সুব্যবস্থা নেই। সদরের সাথে যোগাযোগ করতে হলে একমাত্র বীরগঞ্জ হতে কাহারোলের দূরত্ব ৭ মাইল। এই ৭ মাইল ঘুরে সদরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এই ৭ মাইলের মধ্যে ২ মাইল পাকা এবং বাকী ৫ মাইল রাস্তা হেরিনবোন। স্বাধীনতার পরপরই এই হেরিন বোন তৈরী করা হলেও আদৌ পাকা করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। রাস্তার ইট নষ্ট হয়ে যেখানে সেখানে গর্ত হয়ে গেছে। অপর দিকে তেমনিভাবেই বাস যাতায়াতের কোন সুব্যবস্থা নেই জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হলে পায়ে হেটে কিংবা রিক্সায় বীরগঞ্জ হয়ে যেতে হয়। বীরগঞ্জ কাহারোল পর্যন্ত রিকশা ভাড়া ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। এলাকাবাসী বহুবার বীরগঞ্জ কাহারোল রাস্তাটি পাকা করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি রাস্তাটি পাকা করা হচ্ছে না।

শিক্ষাব্যবস্থা :

কাহারোল উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৫টি, বেসরকারী ৮টি, জুনিয়র স্কুল ১টি, হাইস্কুল ১০টি ও কলেজ রয়েছে ১টি। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, এখানে শিক্ষিতের হার ১৫.০৫ জন। ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা দিন দিন চরমে পৌঁছেছে। গত ১৬ ও ১৭ই অক্টোবর অকালবন্যায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গেছে। কোন বিদ্যালয়ে বেড়া নেই, প্রয়োজনীয় উপকরণ, আসবাবপত্র, বেঞ্চ, টেবিল-চেয়ার সমস্যা এখানে প্রকট। এখানে

পুর উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞান বিভাগ ছাড়া বাকী ৯টি উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়নি। এখানে উপজেলা হওয়ার পরপরই স্থানীয় জনসাধারণ ও সরকারী কর্মকর্তার প্রচেষ্টায় একটি কলেজ চালু করা হয়েছে। কলেজের বর্ণনা করা মুস্কিল। শিক্ষকের অভাব, উপকরণসহ অন্যান্য অভাব অত্যন্ত প্রকট। ছাত্র-ছাত্রী নেই বললেই চলে। কলেজে যত ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজন তার চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা আরো বলাবাহুল্য। এখানে প্রাথমিক শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে যায় না। তারা নিজেরাই ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

কৃষি ব্যবস্থা : কাহারোল উপজেলা কৃষিপ্রধান। এ উপজেলায় মোট জমির পরিমাণ ১ লক্ষ ১১ হাজার ৩শ' ৪০ একর। তন্মধ্যে আবাদী ৩৮ হাজার ৪শ' ৮৯ একর, অনাবাদী ১২ হাজার ৪শ' ৫১ একর। বন ৬০ একর ও পুকুর ৪শ' ৫০ একর। এ উপজেলায় কৃষিকাজের অগ্রগতি তেমন কোন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যেমন উন্নতমানের বীজ, সার, জ্বালানি, ঋণ ও কৃষিদপ্তরের কর্মচারীর অবহেলা ইত্যাদি কারণে কৃষিচাষ আবাদ ব্যাহত হচ্ছে। এখানে গভীর নলকূপ রয়েছে ৭১টি, অগভীর নলকূপ ২শ' ৬৯টি, পাওয়ার পাম্প ৭২টি, হস্তচালিত নলকূপ ১শ' ২৮টি। ওই সমস্ত নলকূপ অধিকাংশই অকেজো। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অকেজো নলকূপের মেরামতের কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না।

স্বাস্থ্যকথা : অবহেলিত এই জনপদবাসীর চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতান্তই সঙ্গীন। উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্পে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জামের নিতান্তই অভাব। দূরদূরান্ত থেকে এসে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় ওষুধ চিকিৎসা পায় না। ফলে রোগীদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। এখানে ট্যাবলেট ছাড়া অন্য কোন ওষুধ দেয়া হয় না। অবস্থানরত রোগীদেরকে সময় অসময়ে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

হাটবাজার : উপজেলার হাট-বাজারগুলোর অবস্থা দিন দিন চরমে পৌঁছেছে। এখানে যে হাটটি রয়েছে তা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সরকার কাহারোল হাট হতে প্রতিবছর এক হতে দেড় লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করে থাকে। কিন্তু সরকারের উন্নয়নের ও ...

মধ্যে রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করেছে

জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি শাহ মোহাম্মদ আবু

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ

(১ম পাতার পর)

পৃথকভাবে দেখা করেন।

নেতৃবৃন্দ এসব সাক্ষাৎকালে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি